দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

07 APR 1989
পৃঃ 5

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শুক্রবার, ২৪শে চৈত্র, ১৩৯৫ : ৭ই এপ্রিল, ১৯৮৯

শিক্ষকদের কল্যাণ

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বুধবার ঘোষণা করেছেন যে আগামী পয়লা জুলাই থেকে সকল বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের শতকরা ১০ ভাগ হারে মহার্ঘ-ভাতা দেয়া হবে। একই সঙ্গে বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন ও বেসরকারী সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলেও তিনি ঘোষণা করেছেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বুধবার জাতীয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসম্মেলনে ভাষণদানকালে একথা বলেন। তিনি ফেডারেশনের চেয়ারম্যানও।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষকদের সমাজের 'মাথার মুকুট' ও পরম শ্রদ্ধেয় বলে অভিহিত করে নিরক্ষরতা দূরীকরণে তাদের অবদান রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রত্যেক শিক্ষক যদি বছরে অন্তত দশজন লোককে নিরক্ষরতা থেকে মুক্তি দেন, তা হলে ১০/১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার শিক্ষকদের কল্যাণে ইতিপূর্বে আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তার আমলেই বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৭৫ ভাগ দিচ্ছেন সরকার। বর্তমান দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতিতে সরকার ১লা জুলাই থেকে সরকারী কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘভাতা ঘোষণা দেবার পর পরই শিক্ষকদের জন্য এই ভাতা ঘোষণা করলেন। এটা শিক্ষকদের প্রতি সরকারের শ্রদ্ধারই প্রমাণ।

সমাজে শিক্ষকদের সমস্যাও কম নেই। তবু মানুষ গড়ার এই কারিগরদের কাছে জাতির আশা অনেক। আজ শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভের জন্য শিক্ষকসমাজের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা খুবই প্রয়োজন। সম্মেলনে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব শিক্ষাঙ্গন থেকে নৈরাজ্য দূর করা ও শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষক সমাজও তাদের এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম যে দেখা যায় না, তাও নয়। এবারের এসএসসি পরীক্ষার সময় এ ধরনের ঘটনা লক্ষ করা গেছে। এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাও শিক্ষক সমাজের মর্যাদার অনুকূল নয়, এই অবস্থা অবসানে সমিতি উদ্যোগী হতে পারেন।

এই সমাজের ভবিষ্যৎ বংশধরদের গড়ে তোলার দায়িত্ব যেহেতু শিক্ষক সমাজের ওপর তাই জাতি তাদের কাছে অতিরিক্ত নিষ্ঠা দাবী করে। তেমনি শিক্ষকদের সংকট দূরীকরণের দায়িত্বও নিতে হবে সমাজকে। তাদের কর্তব্য নিষ্ঠার ওপরই নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি। আমাদের তাই আবেদন এই সমাজের ভবিষ্যৎ নির্মাণে আপনারা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করুন।